Interview details

Interview with Rajlakshmi Ray

Interviewed by Nandini Ganguli

নন্দিনী - আচ্ছা বাড়ির কারুর কাছ থেকে... মানে ছোটবেলা থেকে ধর ভারত বা পূর্ববাংলা, এগুলো নিয়ে মানে... কিছু কি গল্প শুনেছ? মানে একদম মানে সেরকম কিছু যে ইম্পরট্যান্ট কিছু বা আনইম্পরট্যান্ট কিছু সেটা নয়, তুমি যা গল্প শুনেছ সেটা যদি আমাদের কে একটু বল আর কি

রাজলক্ষ্মী - আচ্ছা, বাংলাদেশে ধর ছোটবেলা থেকে... বাবা তো এখানের ছেলে বাংলাদেশে ছিল... আচ্ছা বাংলাদেশে থাকার পরে বাবা ওইখান থেকে মানে একটা রায়ট লাগলো। রায়ট লাগার পরে বাবা ওইখান থেকে চইলা আসলো। আচ্ছা আসার পরে এইখানটায় আসলো, কলকাতায় আসলো, তখন ১২ বছর বয়স বাবার, ১২ বছর বয়সে... ঠাকুমা ওইখানে বাংলাদেশেই ছিল, বাংলাদেশে থাকার পরে কিছুদিন পরে, ঠাকুমা বাংলাদেশ থেকে চলে আসলো, আগরতলা... আগরতলা চলে আসলো, ব্যারাকপুর, আগরতলা ওইখানটার দিকে চলে আসলো। আসার পরে তোমার... এখানে বাবা কলকাতায় আইসা এই ছোটোখাটো দোকানের কাজ করত, কাজ করার পর ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে করে, আস্তে আস্তে করে এইসব জায়গা কিনল, গড়িয়াতে কিনল, এইখানে বাবা তখন অনেক ধরনের কাজকর্ম করত, চায়ের দোকানে-টোকানে সব কাজ করত, আমার এক জ্যাঠামশাই ছিল, সে জ্যাঠামশায়ের দোকানেও কাজ করত বাবা, আচ্ছা কাজ-টাজ করে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে করে একটা দোকানটা ভাড়া নিল, এখানে গড়িয়ার দোকানটা ভাড়া নিয়েছে। ভাড়া নেওয়ার পরে, তারপরে তোমার... বিয়ে করল। অনেক দিন ধরে কাজকর্ম করে এই ১৫-১৬ বছর বয়সে বা ১৮ বছর বয়সে বাবা বিয়া করসে, বিয়া করল পর তারপরে জমি একটা কিনেছে আমাদের। জমি কেনা হল, জমি কেনার পরে বাড়ি

করল, বাড়ি করার পরে তারপরে আমরা... আমি বাড়ির বড়, তারপরে আমি বাড়িতে... ইশে... তারপর এখানে দোকান- টোকান ভাই, বাবা করতেন, ঠাকুমা তো আবার বাংলাদেশ থেকে চইলা আইল, চইলা আইসা, যখনই শুনল এখানে বাড়ি ঘর করা হয়েসে তারপরে আগরতলা থেকে চইলা আইল আমাদের কলকাতায়, কলকাতায় আমার বাবার কাছে চলে আসল। আসার পরে এখানে আলা তারপরে বাবার কাছে রইল, বাবার কাছে প্রায় ধর ২৫ বছরের মত... ২৫ বছর... হ্যাঁ ২৫ বছর মত আমার বাবার কাছে ছিল, ছিল বাবার কাছে ২৫ বছর, এই ঠাকুমার সাথে ঘুরতে – টুরতে যাইতাম আমি। এই আগরতলায় আমাদের ছিল আত্মীয় স্বজন, ব্যারাকপুরে ছিল আত্মীয় স্বজন আমাদের, তারপরে তোমার বিরাটিতে ছিল আমাদের আত্মীয় স্বজন, সব ঠাকুমার সাথে সাথে যাইতাম, তালতলায় ছিল আমাদের আত্মীয় স্বজন, সব এখানে ঠাকুমার সাথে সাথে সব জায়গায় যাইতাম আমরা... এই ঠাকুমার সাথে মানে মোটামুটি মানে খুব আমার মানে খুবই ঘনিষ্ঠতা, মানে খুবই ভালবাসত, বংশের বড় ছিলাম আমি, একদম মানে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল ঠাকুমার সাথে, আর যেখানে ঠাকুমা যাইত সেখানেই আমারে নিয়া যাইত । "চল আজকে গিয়া ঘুরে আসি" আমার ডাকনাম বুড়ি, এবার বুড়ি বুড়ি কইরা ডাকত, "চল বুড়ি চল আজকে ওইখানে গিয়া ঘুরে আসি, ওই দিদির বাড়িতে যাই চল গিয়ে একটু ঘুইরা আসি, চল একটু তালতলা যাই, একটু গিয়ে ঘুইরা আসি"... ঠিকা আছে চলো, তখন তো আর এ সমস্ত কাজকর্ম করতাম না, তখন ছোট্ট বয়স, ৫ বছর / ৬ বছর বয়স আমার, এই ঠাকুমার সাথে সাথে সব জায়গায় ঘোরাঘুরি করতাম, ঘুরতে ঘুরতে তারপর ধর একদিনকে... বাড়িতে আমাদের বাড়িতে মনসা পুজো হত, মানে আমাদের বাংলাদেশে ছিল মনসা পুজো, তোমার বাংলাদেশে তো ঠাকুরদাদা ওইখানে চলে গেল, আমার জ্যাঠামশাইও চইলা গেল ওইখানটা বাংলাদেশ থেকে, মানে ওরা আর কেউ কলকাতা আসে নাই ওরা ওইখানটাই সমাপ্ত। আর ঠাকুমা চইলা আইল আর বাবা চইলা আইল। আর এইবার তোমার ওইখান থেকে আসার পরে তো এই সমস্ত কিছু হল। তারপরে বাড়িতে মনসা পূজা হত, বাড়িতে মনসা পূজা করল, প্রথম বছর করল, ঠাকুমা অসুস্থ হইল, অসুস্থ, খুব পায়খানা বমি ঠাকুমার হইল, ঠাকুমার পায়খানা বমি হওয়ার পরে

তারপরে তোমার... ইশে করেছে... প্রায় ধর ১৫/২০ দিনের মত বিছানায় শয্যাশায়ী হইয়া গেল, ১৫/২০ দিন, ২৫ দিনের মত বিছানায় শয্যাশায়ী একদম হইয়া গেল, তারপর ধীরে ধীরে কইরা ঠাকুমা চইলা গেল। প্রথম বছর মনসা পূজার সময় এরকম আমাদের ঘটনা হল, ঠাকুমা চইলা গেল। নেক্সট বছর আমার বাবা আবার ইশে করল, ঠাকুর বায়না দিয়া আইল, ঠাকুর বায়না দিয়া আসার পরে পুজোর স্টার্টিং... বায়না পত্তর সব দিয়া আইসা, পুজোর স্টার্টিং, তখন বাবা হসপিটালে ভর্তি হইল, চিত্তরঞ্জনে, চিত্তরঞ্জন হসপিটালে আমার বাবা ভর্তি হইল ওইখানটায়। ভর্তি হওয়ার পরে ঠাকুর পূজা, মনসা পূজা ঠিকমত সুন্দরমত হইল। হওয়া-টয়ার পর... ঠাকুর ভাসান দিলাম, তার কিছুদিন পরে, ঐ ১৫-২০ দিন পরে বাবাও চইলা গেল, বাবাও চইলা গেল, এই বারেলা আমার একটা মাত্র ভাই, তা মা বলে ঠাকুরকে নমস্কার করে রাইখ্যা দিল, বলল যে না, আর ঠাকুরের... দুজন দুইবার করলাম মনসা পূজা, দুবার চলে গেল, হয়ত কোনটা অনিয়ম হয়েছে, ঠাকুমা হয়ত সে জিনিসগুলো বলতে পারে নাই, যার জন্য হয়ত কোনটা অনিয়ম হয়েছে, থাক ঠাকুরকে নমস্কার কইরা আমরা রাইখ্যা দিসি। এইবার তোমার... মা মনসা পূজার সময় প্রতি বছর দুধ কলা দেয়, প্রতিমা দিয়া আমাদের পূজা হয়না, দুধ কলা দেয়, দুধ কলা দেয় ঠাকুরকে আর প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে আমাদের মনসা ঠাকুরকে দুধ কলা দেওয়া হয়। হ্যাঁ... তা... যায় হোক এই করতে করতে সব তো সুন্দর মতন এই... বাবা চলে যাওয়ার পরে কষ্ট করে দোকানটা করা হইল, ধীরে ধীরে করে, তখন তো পারতাম না আমরা দোকান টোকান করতে কিছু, শিখতাম বাবার সাথে সাথে আইতাম, আইসা শিখতাম, শিখা শিখা ধীরে ধীরে ধীরে করে অনেক দেনা ঝাপটায় জমে গেছিলাম, এই টুক টুক করে দোকানদারি করতাম, ভাই আমি দুজনে মিলে দোকানদারি করসি, বোন আমরা চারটা বোন, একটা আমার ভাই, ভাই বোনদের টুক টাক করে এই দোকানের ওপরে সব কিছু কইরা, আমি, বোনদের বিয়া দেওয়া হইসে, মানে অনুষ্ঠান করে দিই নাই, ভালোবাসা করেছিল, সব বোনগুলো মোটামুটি জায়গায় বিয়ে হয়েছে, মোটামুটি, খুব হাই-ফাই নয়, মোটামুটি ডালভাত খেয়ে, তবে আমাদের করতে হয় সবকিছু, সমস্ত কিছু আমাদের করতে হয়, যা কিছু ধর, সংসারে থাকলে পরে যা হয়, একটু অল্প থাকলে পরে

আমরা সেটা ভর্তুকি দেই, এইটা নাই ওইটা নাই আমরা সেগুলি ভর্তুকি দেই, দুটো বাচ্চা, এই সেজ বোনের দুটো বাচ্চা, দুটো বাচ্চারে, ধর, দুটো বাচ্চাকে আমাদের মানুষ করতে হইসে, দুটো বাচ্চাকে আমার মানুষ করতে হইসে আমাদের... এই ভাবে সুন্দর মত কইরা... সেজ বোনের, সেজ বোনেরও ধর স্বামী মারা গেছেন, স্বামী মারা গেলেন সেজ বোনের, ওইগুলো সব আমাদের করতে হচ্ছে, দুটো বাচ্চাকে আমাদের মানুষ করতে হচ্ছে, টেকনো ইন্ডিয়াতে পড়ত দুটো বাচ্চা, এখন ওইভাবেই চলছে সব।

নন্দিনী - আচ্ছা তুমি যে মানে এখানে আসার পর এখানকার যে গল্পগুলো বলছিলে যে এখানে মনসা পূজা হয়, এরকম হয় টয়, এবার ধর এখানে আসার আগের কিছু গল্প তুমি জানো? তাহলে সেই গল্পগুলো যদি একটু বল আর কি, সেগুলো তুমি কিভাবে শুনেছ আর কি ছোটবেলা থেকে, কখন এসেছ, তোমার বাড়ির লোকজন কখন এসেছে, সেই গল্পগুলো একটু বল আর কি।

রাজলক্ষ্মী - বাড়ির লোকজন ধর বাংলাদেশ থেকে তো সব এটা তো বললাম তোমাকে... হ্যাঁ, বাংলাদেশের থেকে যারা যারা আসছিল... মানে ঠাকুমা, দাদু... ঠাকুমা আর বাবা এসেছিল, সেটা তোমারে বললাম, আর কিরকম বলব বল?

নন্দিনী - মানে ধর ওখানে কিরকম ছিল? কেন এসেছিল ওখান থেকে?

রাজলক্ষ্মী - ওইখানে রায়ট লেগে গেল।

নন্দিনী - আচ্ছা সেই রায়টের গল্পটাই একটু বল আর কি।

রাজলক্ষ্মী - রায়ট লেগে গেল এখানটায়, খুব ভাবে রায়ট লাগলো। রায়ট লাগার পরে তো আমার বাবা এক জায়গায় তাগাদা করতে গিয়েছিল, বাবা তাগাদা করতে যাওয়ার পরে... আমাদের একটা মুদিখানার দোকান ছিল। বাংলাদেশ একটা মুদিখানার

দোকান আমাদের ছিল। তো, দেখ দোকান তে যখন নাকি শুনল যে... এ... খুব রায়ট লেগে গেছে, যে এখন মানে সমস্ত কিছু ভাঙচুর হয়ে যাচ্ছে সমস্ত কিছু, মানে সব মেরে ফেলে দিচ্ছে, তখন আমাদের এখান থেকে বাবা, ঐ রাস্তা থেকে যেই শুনছে, শোনার পরেই সঙ্গে সঙ্গে বাবা ওখান থেকেই আর ওদিকে আর ঢোকে নাই, বাড়ির দিকা আর যায় নাই, আদ্ধেক রাস্তা থেকেই তখন চইল্যা আইসে বাবা... বাবা তখন আদ্ধেক রাস্তা থেকেই ওইখান থেকেই কলকাতার দিকে চইল্যা আসল। কলকাতার দিকে ঐ ব্যারাকপুরের দিকে চইল্যা গেছিল, মানে নিউ ব্যারাকপুরে আমার এক দিদি আছে, ঐ দিদির বাড়িতে গিয়াই আস্তানা নিসিল। তারপর ধীরে ধীরে করে এই কাজ টাজ করত, ওই যাদবপুরে, ওইখান থেকে ইশে ব্যারাকপুর থেকে চলে আসার পরে যাদবপুরে একটু কাজ টাজ করত বাবা, চা-এর দোকান-টোকান এ সব জায়গায় কাজ টাজ করত, হ্যাঁ...আলা...তারপর তো আলা এই সমস্ত দোকান পাট আলা করেছে, আস্তে আস্তে করে করল দোকান টোকান করল, বিয়ে টিয়ে করেছিল, বাচ্চা কাচ্চা, যাই হোক আমরা সব ইশে হয়েছি... এই...

নন্দিনী - আর ওখানে বাংলাদেশে তোমাদের দেশ কোথায় ছিল?

রাজলক্ষ্মী - বাংলাদেশ তোমার কুমিল্লা, চাতলপাড়, কুমিল্লা হইল আমাদের দেশ আর চাতলপাড়টা কি বলে?

নন্দিনী - গ্রাম ছিল সেটা?

রাজলক্ষ্মী - গ্রাম।

নন্দিনী - আচ্ছা আচ্ছা, সেখানকার কিছু গল্প জান? সেটা কিরকম ছিল? বা ঠাকুমা বা বাবার কাছ থেকে যা শুনেছ। ওই ধর তোমাদের মুদি দোকান ছিল তুমি বললে...

রাজলক্ষ্মী - হ্যাঁ মুদিখানার দোকান তো আমাদের একটা ছিল

নন্দিনী - সে কিরকম? কারা, কে কাজ করত? দাদু করেছিলেন ওটা?

রাজলক্ষ্মী - না ওইগুলো আমার জ্যাঠামশাই কাজ করত, জ্যাঠামশাই, আমার বাবা কাজ করত, দুজনে মিলেই কাজ করত। হ্যাঁ তারপর তো ধর অসুখের পরে, আমার জ্যাঠা... আমার ঠাকুরদাদার তো অসুখ হল, অসুখের পরে মারা গেল। আর জ্যাঠামশাই যে ছিল, জ্যাঠামশায়েরও তোমার খেলাধুলা করত, খেলাধুলা করতে করতে একদিনকে তোমার লাইটপোস্টের ভিতরে তোমার বাড়ি লাগলো। বাড়ি লাগার পরে তারপরে তোমার... ওই কিছুদিন হসপিটালে ছিল, হসপিটাল কত তখন তো অতো ডাক্তারখানা টানা ওইসব ছিল বাংলাদেশে, অতো ছিল, থাকার পরে তো জ্যাঠামশাই মারা গেল ওইভাবে।

নন্দিনী - আচ্ছা তারপর দোকানটা কি তোমার বাবাই দেখত?

রাজলক্ষ্মী - দোকানটা বাবা তো দেখত... রায়টের পর আমার বাবা চইল্যা আইল, তারপরে আর দোকানপাট তো... জ্যাঠামশাই তার মধ্যে চইল্যা গেল, দাদুও চইল্যা গেল। তারপরে দোকান পাট তো ওইভাবেই ছিল আমাদের, দোকান পাট আর কিছু আর হয় নাই। ঠাকুমা চইল্যা আইল ওইখান থেকে, বাংলাদেশ থেকে, চইল্যা আইল , তারপর থিকা আর তো মানে বাবাও কোনোদিন যায় নাই আর, আর ধর ঠাকুমা তো এখানে চইল্যা আইল, কেউ আর যাওয়া হয় নাই, মানে বাংলাদেশে আর কেউ যাইতে পারে নাই ওইখানটায়, আর বাংলাদেশে কেউ যাইতে পারে নাই।

নন্দিনী - আচ্ছা ওখানে ধর বলছ তোমাদের দোকান ছিল...

রাজলক্ষ্মী - বাংলাদেশে আমাদের দোকান ছিল।

নন্দিনী - বা ধর বাড়ি ঘর ছিল... সেগুলো কিছু, তার থেকে কিছু নিয়ে আসতে পেরেছে এখানে?

রাজলক্ষ্মী - না কিচ্ছু নিয়ে আসতে পারে নাই আমার বাবা। ওই যা তাগাদা পত্র করসিল, এই যেই টুকখানি টাকা, হয়ত কিছু টাকা হয়ত তাগাদা করসিল সেই টাকাগুলো হয়ত নিয়া আইসিল, সে টাকাগুলো আইন্যা ওই জেঠিমার বাড়িতে ছিল। মানে জেঠিমা-জ্যাঠামশাই এর বাড়িতে ছিল ব্যারাকপুরে... হ... আর ওইখান থেকে তো কিচ্ছু সেরকম আনতে পারে নাই, ওইভাবেই সব ছিল, ওই ধর মুদিখানার দোকান টোকান, বাড়ি টাড়ি যা ছিল সব ওইভাবেই ছিল আমাদের, আর ওইখান থেকে কিচ্ছু আনতে পারে নাই বাবা, আর যায় নাই তো, আর যাইতেও পারে নাই... আর কে যাইব ? আর এখন তো কলকাতায় চইল্যা আইল, কলকাতা চইল্যা আসার পরে আর যাইতে পারে নাই ওইখানটায়।

নন্দিনী – আচ্ছা বাবা তো তুমি বললে যে বাবা দোকানে গিয়ে ফেরত চলে এসেছে, আর ঠাকুমা তাহলে কীভাবে এল?

রাজলক্ষ্মী - ঠাকুমাও তোমার বাংলাদেশ থেকে, ওইখানটায় আরো আত্মীয় স্বজন ছিল, যারা ছিল তাদের সাথে আমার ঠাকুমা চইল্যা আইল। আমার বাবারে খোঁজ করসিল, ভাবছে হয়ত নিরুদ্দেশ বা হয়ত মরে টরে গেছে, হয়ত এরকম ভাবছিল ঠাকুমা, কেননা কোন খবর তো... এখন তো তখন তো ফোন এর কোন ব্যাপার ছিল না, কারুর সাথে যোগাযোগ করবে... তখন যে যার প্রাণ নিয়ে বাসতে পারলে... বা... তখন মানে, যে যার প্রাণ নিয়ে তখন চলাচলিত... আর তখন কিভাবে বাঁচবে লোকে সেই চিন্তাটা করসে। এখন ছেলেরে তাও খোঁজ করসে, আমার বাবারে তাও খোঁজ করসে, তো বাবারে তো আর পায় নাই। হয়ত ভাবছে হয়ত কিছু হইয়া গেছে বা হয়ত... মানে এরকমভাবে ভেবেছে, ওই ঠাকুমা ওইখান থেকে চইল্যা আসার পরে, অনেকদিন ধরে চইল্যা আসার পরে, তারপরে আস্তে ধীরে ধীরে করে, আলায়, ওই ঠাকুমা যখন নাকি বাংলাদেশ থেকে আসার পরে যখন নাকি, আবার তোমার

ব্যারাকপুরে আইসে, তখন আবার জানতে পারল যে আমার বাবা বাঁইচ্যা আছে, তখন আমার বাবা, তখন আমার ঠাকুমা আমার বাবার কাছে তখন চইল্যা আইল।

নন্দিনী - আচ্ছা মানে এখানে এসে তারপর তোমার বাবা কে...

রাজলক্ষ্মী - এখানে আইস্যা আমার বাবারে, মানে, যোগাযোগ হইসে আমার বাবার সাথে। মানে ব্যারাকপুরে আমার জ্যেঠিমার বাড়িতে আমার ঠাকুমা ছিল, ঠাকুমা থাকার পরে, তোমার... খবর পাইল যে ওইখানটায় আমার বাবা বেঁচে আছে, তখন বলল যে ঠিক আছে তাইলে আমি ছেলের কাছে চইল্যা যামু। তাহলে আর আমি তোদের বাড়িতে থাকুম কেন? আমার ছেলে আছে, আমার ছেলের কাছে থাকুম, আমি তাহলে তোদের বাড়িতে থাকতে যামু কেন? মানে লিঙ্ক ছিল, মানে আসা যাওয়া করত, ব্যারাকপুরে আমাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাইতাম, বিরাটীতে আমাকে নিয়ে নিয়ে যেত, তখন আর বাবা, আমার... জগধাত্রী পূজা হত আমার দিদির বাড়িতে, মানে আমার জ্যেঠিমার বাড়িতে, জ্যেঠিমার বাড়িতে খুব বড় করে জগধাত্রী পূজা হত, ওইখানে আমরা চলে যেতাম, বাবা টাবা, বাবা, তারপরে আমার ঠাকুমা, তারপরে ধর আমার মা, আমার বোনরা সব, যাইতাম সবাই, আর... ইশে... আমার মাসীরাও তখন যাইত ওইখানটায়, বড় করে জগধাত্রী পূজা ওইখানটায় হইত। তারপরে তো এখন তো আমার জ্যেঠিমাও এখন নাই আর জ্যাঠামশাইও নাই, জ্যাঠামশাই মারা গেছে জ্যেঠিমাও মারা গেছে, মানে এগুলো পাড়া প্রতিবেশী, মানে পাড়া প্রতিবেশী ধর তোমারে আমি জ্যেঠিমা ডাকলাম, ওমুক কে আমি ওমুক ডাকলাম, এইরকম। মানে পাড়া প্রতিবেশীরে জ্যেঠিমা-টেঠিমা ডাকে না ? সেরকম, মানে, নিজস্ব ভাবে কেউ ছিল না। নিজস্ব আমার বাবার... বাবারা শুধু দুইটা ভাই ছিল, আমার পিসি-টিসি কেউ ছিল না... আর দুইটা শুধু ভাই ছিল, একটা তো বাংলাদেশে মইরা গেল আর আমার বাবা ছিল।

নন্দিনী - তুমি যে বলছ এই যে জ্যেঠিমা, যাদের বাড়িতে এখানে এসে থেকেছে মানে তাদেরও কি বাড়ি বাংলাদেশে ছিল? নাকি তারা প্রথম থেকেই কলকাতায় থাকত?

রাজলক্ষ্মী - না তাদের বাড়ি বাংলাদেশেই ছিল। তাদের ওই আমাদের সামনা সামনিই ছিল সবাই

নন্দিনী - আচ্ছা আচ্ছা মানে তোমাদের ওই গ্রামের ওখানেই ছিল?

রাজলক্ষ্মী - হ্যাঁ গ্রামের ওখানেই ছিল গ্রামেই ছিল, সবাই গ্রামেই ছিল। ওইখানেই তো ধর সব মোটামুটি, মানে যেই সব আত্মীয় স্বজন ছিল পাশাপাশি বাড়িতে সবাই ছিল। ওই পাশাপাশি বাড়িতে ছিল। ওরা সামনা সামনিতে পরিচয় টরিচয় ছিল বা যাতায়াত করত মানে ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেছে। যেমন তোমার সাথে আমার সাথে পরিচয় খুব হয়ে গেছে দেখে তোমার সাথে আমার সাথে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে, একটা আত্মীয়ের মত হয়ে গেছে, মানে এইরকম ছিল, এইরকম আত্মীয় স্বজনের মতন ছিল।

নন্দিনী - মানে ওখানেও বাংলাদেশে ধর এই গল্পগুলো তুমি তোমার ঠাকুমার কাছ থেকে শুনেছ?

রাজলক্ষ্মী - ঠাকুমার কাছ থেকে শুনছি, ঠাকুমা কইত এরকম –" যে ওইখানটায় ওই জ্যেঠিমা, এই তো আমাদের পাশের বাড়িতে ছিল, এরা হইল আমার পাশের বাড়িতে, নিজস্ব কেউ না, তোর তো আর তো নিজস্ব কেউ নাই, ওই তোর বাবা, আর তোর জ্যেঠামশাই ছিল। আর তো তোর পিসি তো নাই, পিসি ছিল না, দুইটাই, তোর বাবারা এই দুজনেই ছিল। জ্যেঠামশাইরে কোথা থেকে দেখবি? জ্যেঠামশাই তো বাংলাদেশেই মারা গেছে। ঠাকুরদাদাও বাংলাদেশে মারা গেছে... হ্যাঁ... ওরা তো দুইজনেই ওখানে বাংলাদেশে মারা গেছে। আর ধর এইখানটায় তো আমার বাবা রইসে শুধু।

নন্দিনী - আচ্ছা ধর এই যে ১৯৪৭ সালে এই যে ধর ভারত ভাগ হল, যার ফলে কিনা পরে, তারপরেই দুটো দেশের মধ্যে এই যে ভাগ তৈরি হয়ে গেল আর কি, তো এবার সেগুলো নিয়ে তুমি কিছু কথা শুনেছ?

রাজলক্ষ্মী - সেগুলো নিয়ে...

নন্দিনী - কবে এসেছে সেটা কিছু শুনেছ? মানে কোন রায়টের সময়?

রাজলক্ষ্মী - আমার বাবারা?

নন্দিনী - হুম...

রাজলক্ষ্মী - বাবারা কোন রায়টের সময় আইসে তাও তো খবরটা... মানে ঠিক পার্টিকুলার ঠিক কবে এসছিল, মানে সেটা ঠিক, কলকাতায় ঠিক কবে এসেছিল সেইটা ঠিক জানি না। কত সালে এসেছে সেইটা তো বাবা আমারে কিছু বলে নাই, আমি জানি মোটামুটি বাবা বলেছিল ১২ বছর যখন আমার বয়স তখন আমি আইসিলাম, বাংলাদেশে যখন রায়টটা লাগল তক্ষণই এখানে চইল্যা আইসিলাম, কলকাতা চইল্যা আইসি। হ্যাঁ... আর তো তারপরে এখন কবে আইসে সেটা আর ঠিক... ঠিক তখন আর ঠিক শুনতে পাই নাই। আর বলে নাই যে কোন সালে আইসি আর কোন সালে কি করেছি, তখন তো পড়াশুনা কিছু ছিল না, তখন কতক্ষণে পেটটা চলবে, কতক্ষণে ধর সংসার করব বা সংসারে কতটা রোজগারপাতি করব সেই সমস্ত চিন্তা ধারাই ছিল তখন, ওই চিন্তা ধারাই ছিল কত আয় হইব, ধর কি করলে পরে বাচ্চাগুলা আমার বাঁচবে, কি করলে আমার বাচ্চাগুলোরে বড় করতে পারুম, এই চিন্তাধারা, কতক্ষণে বাড়ি করুম, একটা বাড়ি আগে, ভাড়া বাড়িতে ছিল, বিয়ের পর বাড়ি ভাড়াতে ছিল, হ্যাঁ, আমার বাবার যখন বিয়ে হইসিল তখন ভাড়া বাড়িতে ছিল। ভাড়া বাড়িতে থাকার পরে, তারপরে, ওই আমি যখন নাকি আসলাম, মানে আমি যখন নাকি আসলাম আমার মা-এর কাছে, তখন আবার

আমাদের বাড়িটা হইসে। তখন এখানে জমি কিনে তখন আমার বাবা বাড়িটা করসে। মানে আমি যখন নাকি হয়েছি, মা-র কাছে এসেছি, হ্যাঁ, তখনই ওই আমার বাবা জমি কিনল, জমি কিনে তারপর বাড়ি করল।

নন্দিনী - আচ্ছা...তুমি যে ধর, মানে তুমি ছোটোবেলা থেকে জানতে তো এই যে বাঙাল, এই যে ওই কথাটা, বা ওই ভাষায় কথা, এগুলো কি বাড়িতে ...

রাজলক্ষ্মী - এগুলো আমার ঠাকুমার কাছ থেকেই শুন্সি সব, ঠাকুমা কইত, আমার বাবাও কইত, আমার বাবাও ধর বাংলাদেশের ভাষা কইত। ওইগুলো শুনতাম, কিন্তু আমার বোনরা এখন পর্যন্ত, ভাই-বোনরা এখন পর্যন্ত কিন্তু বাংলা, বাঙাল ভাষা, ওইসব বলে না। একমাত্র শুধু একমাত্র আমার এই ৪ বোনের ভেতরে শুধু আমি একা, আমার ভাইও পারেনি, ভাই হচ্ছে বাঙাল কথা টথা বলে না, ভাই বলে খেয়েছি, দেয়েছি এরকম করেই ভাষা বলে, বাঙাল কথা কেউ বলেনা, কিন্তু আমার একটা, মানে আমার একটা... হ্যাঁ, হয়ত, ওই অঞ্জলি ফার্মেসির দাদা টাদা সব বাংলাদেশের লোক, এরা আইলে পরে ঠিক আমি, ওই ভাবে বাংলা ভাষায় কথা কই, ওই বাঙাল ভাষায় সব কথা কই, কাজেই ওই জিনিসটা আমার চর্চা রয়ে গেছে, ওইটাই তাই মনে হয় যে, মানে যে কয় উত্তরটা দিতে পারি মোটামুটি, যে মানে ধর বাংলাদেশের ভাষা, যেগুলো বলে সেইগুলোয় উত্তর আমি দিতে পারি ঠিকমতন, যে টুকানি জানি সেটুকখানি তোমারে উত্তর দিতে পারুম।

নন্দিনী - আর ধর, এই যে ধর, ধর তোমাদের বাড়িতে পুজো-আচ্চা এগুলো তে কিছু জান যে মানে বাঙাল কিছু পুজো-আচ্চা, নিয়ম কানুন কিছু বাঙাল বলে আলাদা কিছু?

রাজলক্ষ্মী - নিয়ম কানুন ধর আমাদের বাড়িতে ধর, মোটামুটি আর তো মনসা পুজোটাও হলনা, মনসা পুজো করতে করতে ২বছর করার পর তো সব বন্ধ হইয়া গেল, আর এমনি ধর মা তো পূজা আচ্চা করে, গীতা পাঠ- টাঠ করে, আর পুজো-টুজো ধর মোটামুটি

এই ঠাকুরকে দেয়, এই, মানে ধর নিয়ম কানুন আর, লক্ষ্মী পুজোতে যেরকম নিয়ম কানুন হয়, সেরকম নিয়ম কানুন করে মা পুজো-টুজো করে, হ্যাঁ, আর ধর তারা মায়ের পুজো তো ধর আমি, তারা মায়ের পুজো তো এইখানে ঠাকুরকে আমি ভোগ দেই, বাড়িতেও আমি ভোগ দিয়ে আসি, মা কে আমি পুজো দিয়ে আসি, গোপালকেও পুজো দিয়ে আসি ওইখানটায়, বাড়িতে পুজো-টুজো সব ওইখানে সাইরা আসি আমি।

নন্দিনী - হ্যাঁ মানে ধর বাঙাল নিয়ম বলে আলাদা কিছু বা এখানকার ঘটিদের সাথে নিয়ম কানুনের কিছু ফারাক তুমি দেখতে পাও?

রাজলক্ষ্মী - আমাদের পূজাটা তো, লক্ষ্মী পূজা ধর একরকম, লক্ষ্মী পুজোটা ধর সুন্দর মতন করে আমরা পাঁচালী টাচালী পইড়াই দিই, কারণ আমাদের ধর ঠাকুর মশাই দিয়া পূজা দেওয়া হয়না, আমরা, আমার মা পাঁচালী পরে, আমার মা পাঁচালী পইড়াই, যেরকম ধর সবকিছু ঘট বসায়, ঘট বসালে মা লক্ষ্মীর ঘট বসাল, মা লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ল, মা লক্ষ্মীরে যেভাবে সাজানো, সেভাবে সাজাইল, হ্যাঁ, বাঙালদের সাথে আমাদের, মানে মা-এর প্রতিমা দিয়ে, মানে মা লক্ষ্মীর প্রতিমা দিয়ে, আমাদের পূজা, মানে ঘরের যেইটা ঠাকুর আছে আমাদের, মা লক্ষ্মী যেরকম আছে আমাদের ঘরে, সেই ঠাকুর দিয়া, প্রতিমা দিয়া এমনি পূজা হয় না। মানে মা লক্ষ্মী যেরকম আছে আমাদের ঘরে, মা লক্ষ্মীর ফোটো দিয়েই আমাদের পূজাটা হয়। মানে প্রতিমা দিয়ে যে পূজা হইব, ঠাকুরমশাই দিয়া যে পূজা করাইব সেইসব... আমার মা নিজেই পাঁচালী পইড়া, সুন্দর মতন আমার মা ওইভাবেই পূজা করে।

নন্দিনী - আচ্ছা আর ধর তোমরা এখানে যখন রয়েছ, তখন তোমাদের আসে পাশে যারা থাকত, মানে ধর পাড়া প্রতিবেশী, সেখানে কি মানে বাঙাল অনেকে ছিল? নাকি ঘটি ছিল?

রাজলক্ষ্মী - হ্যাঁ এরকম ভাবেই সবাই পূজা করে, বাঙাল আছে আমাদের পাড়ায়, এদেশীয় আমাদের পাড়ায় খুব কম, মানে এদেশীয় নাই ধরতে গেলে, খুব কম, নেই বলতে পার, মানে পাড়ায় এদেশীয় কেউ নেই, সব বাংলাদেশের লোক মোটামুটি, তারপরে ধর রায় টাইটেল কারুর আছে, সাহা টাইটেল আছে, সাহা আছে আমাদের বাংলাদেশের লোক অনেক আছে ওখানটায়, আবার কিছুটা গেলে পরে মানে, মানে বাংলাদেশেরই পাড়ার লোক, তারাও আসে আমাদের ওখানটায়, তাদেরও আমরা জ্যেঠিমা জ্যেঠিমা করে ডাকি। মানে যেহেতু আমার বাবার বড়, তাদের জ্যেঠিমা, জ্যেঠামশাই আমরা ডাকি ওইগুলো।

নন্দিনী - এখানে আসার পরে কোনো কি অসুবিধা তোমরা কি ফেস করেছ? মানে ধর যারা ঘটি তারা অন্য নজরে দেখে বা কিছু?

রাজলক্ষ্মী - না সেরকম কিছু - আমাদের যে পাড়াটা আছে, একটু হিংসা-হিংসি হয়ত হয়, আমরা তো বাঙাল, আমরা বাঙাল, পাশে যারা আছে তারাও মোটামুটি বাঙাল, আমাদের পাড়ায় মোটামুটি ঘটি কেউই নাই ধরতে গেলে, সবই আমাদের পাড়ায় সবই বাঙাল। কাজেই আমাদের যেরকম নিয়ম কানুন, ধর সেরকম নিয়ম কানুনই চলে, পাড়ার লোকরাও সেরকম নিয়ম কানুনেই চলে। হয়ত দেখা গেল হয়ত সব তো একরকম নিয়মে চলে না, বাঙাল, হয়ত সব তো এক নিয়মে চলে না, হয়ত তোমারটা হয়ত কেউ কলাগাছ দিয়া হয়ত, কলা গাছের ইশে দিয়ে হয়ত পুজো করে, কলার প্রতিমা দিয়ে হয়ত কলা গাছের প্রতিমা দিয়ে হয়ত পুজো করে কেউ, কেউ হয়ত, তোমার ইশে দিয়ে পুজো করে, সরা দিয়ে পুজো করে, কারুর বাড়িতে সরা দিয়া পুজো হয়, কারুর বাড়িতে প্রতিমা দিয়া পূজা হয়, ঠাকুরের মা লক্ষ্মীর প্রতিমা ধর এমনি প্রতিমা দিয়া পুজো হয়, মাটির প্রতিমা দিয়া পূজা হয়, কারুর বাড়িতে ধর তোমার, ওই ঠাকুরের যে মা লক্ষ্মী থাকে, সেই মা লক্ষ্মী দিয়া হয়ত পূজা হইল, হ্যাঁ এইরকম, মানে ঘটি তো নেই, যার জন্য আমরা ঠিক জানিও না, ঘটির পূজাটা যে ক্যামনে করে তারা আমার ঠিক জানি না।

নন্দিনী - আচ্ছা ধর এই যে রান্না-বান্না আর কি, সেই রান্না-বান্নাতে কি কিছু পার্থক্য বুঝতে পার? বাঙাল রান্না, ঘটি রান্না?

রাজলক্ষ্মী - বাঙাল রান্না ধর শোনো আমরা তো সাহা, আমাদের রান্না-বাড়িটা সব সময় এর জন্য আলাদা, আমাদের রান্না বাড়ি, সাহার রান্না বাড়ির সাথে অন্য লোকের, বাঙাল হইলে পরেও এতটা টেস্টি, বা এতটা নিয়ম কানুন ওরা জানেনা, আর অত রকম তরিবত দিয়া রান্নাও করেনা। আমাদের রান্নাটা, বাঙাল রান্নাটা আলাদা, টোটালি আলাদা, পিঠা পায়েস যেরকম করি আমরা, সুন্দর মতন যেরকম পিঠা পায়েস, পাটিসাপ্টা করি, নারকেল টারকেল দিয়ে পাটিসাপ্টা করলাম, পিঠে পুলি করলাম নারকেল দিয়ে এইগুলো, কিন্তু ওরা আবার হইত দেখা গেল... ওই... হয়ত ইশে দিয়ে করল, হয়ত মিষ্টি আলু দিয়ে করল, পুরটা, আমরা আবার সেইসব দিয়া করি না, আমরা আবার নারকেল দিয়া পুরটা করি। নারকেল দিয়েই আমরা করি পাটিসাপ্টাটা নারকেলটা দিয়েই করি... মানে একটুখানি ওদের সাথে আমাদের সাথে, একটুখানি ডিফারেন্স হয়ে যায় আমাদের, কিন্তু বাঙাল, ঘটি নাই ওখানটাই কিন্তু বাঙাল মানে আমাদের যে, আমরা যে সাহা রায়, আমাদের ধর সাহা রায় আমরা কিন্তু আমার মা যেটুকু রান্না করে, মা তো ঢাকা, মার রান্নাটা সবসময় যেমন আলাদা, আবার বোন আবার ওইটা দেইখ্যা দেইখ্যা আমার বোনও শিখে গেছে, ওদের আবার ছিল বরিশাল, বোনের শশুরবাড়ি ছিল আবার বরিশাল, আমার বোনও সুন্দর মতন রান্না-টান্না করে, আর ওদের সাথে একটুখানি ডিফারেন্স আমাদের একটু ডিফারেন্স আমাদের সঙ্গে।

নন্দিনী - আচ্ছা বাংলাদেশের হলেও বিভিন্ন জায়গার মধ্যে একটুখানি...

রাজলক্ষ্মী - একটুখানি হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গা আছে তো, বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন রকম রান্নাবাড়িটা হয়, কিন্তু বাঙাল আমাদের পাড়ায় সবাই আছে, ধর ঘটিরা আমাদের পাড়ায় নাই সেরকম। নাই ধরতে গেলে, বলতে পার নেই।

নন্দিনী - আচ্ছা তোমরা মানে যখন ধর ওখানে বাড়ি করেছিলে আর কি, তখন

রাজলক্ষ্মী - বিদ্যাসাগরে আমাদের বাড়ি।

নন্দিনী - আচ্ছা তখন কি ওই চারিপাশে বাঙাল থাকবে ওরকম দেখেই করেছিলে?

রাজলক্ষ্মী - না ওরকম দেখে না, হঠাৎ আমার বাবার পছন্দ হইল, পছন্দ হইলে আমার বাবা আমাদের যার জমি কিনেছি, যার জমিটা কিনছে আমার বাবা, তা ওই ভদ্রলোক যেত আমার বাবার কাছে, তা কয় কি যে "তালে তুই একটা কাজ কর তুই তো এত কষ্ট করে বাংলাদেশ থেকে আইসিস, কিছু তো আনতে পারিস নাই, তালে তুই এক কাজ কর, আমার আদ্ধেক জমিটা, কিছুটা জমি তালে তুই নিয়া নে আমাদের"। তখন আমার বাবা কইল "আমি তো এই দোকান পাটে কাজ করি তাইলে আমি কি করে আমি জমিটা কিনুম", বলে "তুই আমারে ধীরে ধীরে করে টাকা দিস। কি অসুবিধা, তুই আমারে ধীরে ধীরে টাকা দিস", তো বাবা কইল "ঠিকাছে"... তখন আমার বাবা মার যা সোনার জিনিস টিনিস ছিল, বাবার তো অতো আর্থিক ছিল না কিছু, মার যা সোনার জিনিস ছিল বন্ধক টন্ধক দিয়ে টুকিটাকি তারপরে জমিটা কেনা হইল। আবার বাবার জমিটা কেনা হইল। তো ওই ভদ্রলোকের পাল্লায় পরে আমার বাবার, নাইলে আমার বাবা এখানে কিনতে পারতো না। একটার সাথে যোগাযোগ না থাকলে আমার বাবা কিনব কইথিক্যা? আমি কিন্তু পুজো কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই করি, তো আমি তোমারে কয়া দিলাম তা, ছোট থেকেই কিন্তু পূজা-আচ্চা করি, পূজা-আচ্চা সুন্দর মতন করতাম আর এবং এখনও যতদিন ধরে বেঁচে থাকব ততদিন ধরেই করব। আমার একটা বিরাট করে আশা আছে আমি একটা সাড়ে ৫ কাঠা জায়গাও কিনেছি, জায়গাও কেনা হয়েছে আমার সাড়ে ৫ কাঠা, জায়গাও কেনা হয়েছে তিউড়িয়ার ওখানটায়, মন্দিরও করব একটা, ওরকম ভাবে আশা আছে। এখন সবটাই আমার মা জানে, মা আর আমার গোপাল জানে, তারা মা জানে আর গোপাল জানে।

নন্দিনী - আচ্ছা এবার ধর তুমি যেটা বলছিলে যে বাবা ওখানে তারপরে জমি কিনল ওরকম আর কি, এবার ধর সেটা না হয় মেনে নিলাম যে ওখানে সবাই বাঙাল আর কি, তারপর ধর এই যে এখানে দোকান, এখানে তো তুমি ধর...

রাজলক্ষ্মী - এখানে ম্যাক্সিমাম, ম্যাক্সিমাম, লোক এদেশীয় এখানটায়, ম্যাক্সিমাম লোক এদেশীয়, একমাত্র ধর ২টো ১টা লোক, এই ধর হয়ত কার ধর এখানে ৩০০ লোক আছে, তার মধ্যে ধর তুমি দেড়শো লোক তুমি মোটামুটি ধরতে পারো, আমরা হয়ত বাঙাল আছি, মাছ বাজারে কিছু কিছু লোক, অনেকগুলো লোকই বাঙাল আছে, হ্যাঁ, আর তোমার ধর মোটামুটি সবই এখানটায়... কিছু মুসলিম আছে... আর ধর তোমার এদেশীয় বেশির ভাগ। বেশির ভাগই তুমি কইতে পারো এদেশীয়।

নন্দিনী - আচ্ছা এবার ধর এখানটায় যখন তোমরা কাজ কর আর কি, তো তখন সেটাতে কিছু, মানে কি মনে হয়? যখন ধর তোমরা আর ওরা তো একসাথেই এখন কাজ কর?

রাজলক্ষ্মী - একসাথেই এখন কাজ করছি।

নন্দিনী - হ্যাঁ তো সেটা থেকে কিছু কি মনে হয়, আলাদা কিছু বা সেরকম কিছু?

রাজলক্ষ্মী - দেখ আমাদের সাথে, আমাদের সাথে, ওদের পটবে না কোনোদিনই, কেননা আমাদের চালচলতি আলাদা, আমরা তোমাদের সাথে কথা কমু একরকম, ওরা কথা কইব একটা একরকম। কাজেই ওদের সাথে আমাদের সাথে কোনোদিনই আমাদের পটবে না, কিন্তু এখানটায় থাকতে হয়, তোমার সাথে কথা বলতে হবে, এর সাথে কথা বলতে হবে, সবার সাথে কথা বলতে হবে, এখানে মিল্যা মিশ্যা আমার থাকতে লাগব। কাজেই যেটুকখানি প্রয়োজন সেটুকখানি কথা কই, আর যেটুকখানি পারিনা কথা কই না, দরকারও নাই আমার। কারণ আমি আমার মতই থাকি, আমি আমার পূজা নিয়ে আমার এই সমস্ত কিছু ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে, এই

নিয়ে আমি মত্ত থাকি। এই নিয়ে সবসময় দেখ তো... কারণ এদের সাথে, এদের যা ভাষা, এদের যা ইশে এতে আমাদের সাথে পোষাবে না, কোনোদিনের জন্য পোষাবে না

নন্দিনী - আচ্ছা মানে তুমি বলছ চালচলতি আলাদা সেটা কেন মনে হয়, মানে কিসে আলাদা?

রাজলক্ষ্মী - দেখ এদের কথা বার্তার দিক থেকেও আলাদা, সবসময়ের জন্য এদের কথা বার্তা আলাদা, এদের সাথে কথা বার্তার সাথে পটবে না, একটা তোমাকে একটা হয়ত একটা সম্মান দিয়ে তোমাকে একটা কথা কইলাম আমি, সেই সম্মানটা কিন্তু ওরা তোমারে সুন্দর করে কথা কইব না ...আচ্ছা, ড্রেস পত্র বাদ দাও, সে আমরাও যেরকম পরি ওরাও সেরকম পরে সেসব নিয়ে কোন কথা নেই, কিন্তু তাদের সাথে আমাদের সাথে কোনোদিনও বনিবনা হয় না, তারা কোনো সময় হয়ত তোমারে একটা জিনিস হয়ত বললাম, সেই জিনিসটাকে হয়ত তারা খিস্তা-খিস্তি দিয়া, অমুক-তমুক কইরা হয়ত সেই জিনিসটাকে বাড়িয়ে দিল। সুতরাং আমাদের সাথে ওদের সাথে পটবে না, আর আমরা সুতরাং সেরকম ভাবে মেলামেশাও করিনা, কথাই কইনা। হয়ত প্রয়োজন পরলে একটা জিনিস আনতে গেলাম, কি দাম, না এই দাম, ব্যাস!

নন্দিনী - মানে সেটা তোমার এতদিন পরেও মনে হয়?

রাজলক্ষ্মী - হ্যাঁ

নন্দিনী - মানে ধর তুমি তো অনেকদিন ধরে কলকাতায় রয়েছ পুরোটা...

রাজলক্ষ্মী - হ্যাঁ, কারণ ওদের সাথে আমাদের সাথে পটে না কোনোদিনই, এদের সাথে আমরা, মানে যদি আমার প্রয়োজন পরে তবেই তোমার কাছে যামু, তাছাড়া কিন্তু আমি

আর যামু না তোমার কাছে। কারণ তোমার সাথে আমার সাথে পটবে না যামু কি করতে আমি?

নন্দিনী - তারপরে ধর তুমি ধর বাঙাল ভাষাতেই কথা বল,

রাজলক্ষ্মী - আমি ধর এখানকার সকলের সাথেই মোটামুটি

নন্দিনী - এখানে কি তুমি সবার সাথে বাঙাল ভাষাতেই কথা বল? নাকি শুধু বাড়িতে কথা বল?

রাজলক্ষ্মী - বাড়িতেও কথা বলি না, বাড়িতেও মা বলে একেক সময় "আরে তুই এখনও বাংলাদেশের কথা কইস? এখন তুই এতবড় মেয়ে হয়ে গেছিস, এখনও তুই"... একদিনকে বাসে উঠসি, বাসে ওঠার পর মা কে বলসি, মা রে কইলাম "মা তুমি পয়সা বাইর করস?" ত কয় কি "এখন বাঙাল ভাষায় কথা কইতে হয়? কেন এখন তুই বলতে পারিস না এতবড় মেয়ে হয়েছিস, বলতে পারিস না, মা তুমি পয়সাটা বের করেছ, এইভাবে বলতে পারিস না? তা এইভাবে বলতে হয় পয়সাটা বাইর করস কিনা?" আমি কইছি "দেখ আমার ঠাকুমা কইত, ঠাকুমাও বাঙাল ভাষা কইত, আমার বাবাও তাই কইত, তুমি তো জান না, তুমিও..." আমি তো বাংলাদেশের কিছু জানিও না, ঠাকুমা বাবা যেটুকানি কইত সে টুকানি শুনসি দেখিও নাই, তবে বাংলাদেশে যাওয়ার আমার বিরাট আশা ছিল, একটা খুব ইচ্ছা যে বাংলাদেশে যামু, একটু দেখুম, আমাদের কোথায় কি ছিল? তাও দেখুম, খুঁইজ্যা দেখুম, আমাদের তো বংশের তো কেউ নাই, তাও একটু বাংলাদেশটা ঘুইরা ঘুইরা দেখতাম, যে বাংলাদেশটা কিরকম দেশ, দেশটা কিরকম, মানে আমাদের এই কলকাতার মতন নাকি কোনো কিছু নতুন কিছু, বা ব্রিতান্ত কিছু এইটা দেখুম, তা আমাদের সাথে, একজনের সাথে, আমার একটা, ইশের সাথে, চট্টগ্রামে থাকে ওরা, হুম, একজনের সাথে খুব পরিচিত হয়ে ছিল, সে আমারে কইসিল "বুড়ি যদি তুমি কোনো সময় যাও, তাহলে চট্টগ্রামে আইস, আমাদের ওখানে তুমি আইস"। তো

কয় কি "যদি তুমি ওখানে যাও, বাংলাদেশে গেলে পরে আমার বাড়ির খোঁজ কইর তুমি"। ঠিক আছে যদি মন হয়, যদি কোনোদিন যাইতে পারি... কেননা এখন ত সব ওই ভিসা-মিসা সব কি কি করতে হয়না? ওই কে এত হাঙ্গামা করব? এ করার জন্য, আমি তো এখানে টাইম চলে যায় আদ্ধেক, আর ওখানে কি করুম? ওইগুলো কইরা যদি যাইতে পারি কোনোদিন যদি যাইতে পারি, তা আমাদের একটা রিলেটিভ ছিল, ওর বাংলাদেশে বাড়ি ছিল, ওর বাংলাদেশে কিছু আত্মীয় স্বজনও ছিল, তা আমারে একবার কইসিল যে "বুড়ি তাহলে চল বাংলাদেশে গিয়া দেইখ্যা আসি গিয়া, দেইখ্যা আসি, চল তোদের বাড়ি ছিল কই? দেখায়ে দিমু চল"। তা আমি কইসি কি "ঠিকাসে শ্যামলদা আমি যামু, তো সে ভদ্রলোক মইরা গেল, সুগার হইসিল, সুগার হওয়ার পরে সে ভদ্রলোক মইরাই গেল।

নন্দিনী - আচ্ছা এই তুমি যে বলছ বাংলাদেশে যাওয়ার কথা, মানে এটা কেন মনে হয়? মানে কি মনে হয়?

রাজলক্ষ্মী - ওইখানে ধর আমাদের বাবার... ওইখানে আমার বাবার একটা স্মৃতি, বাবার একটা... আমাদের বাংলাদেশে একটা বাড়ি, স্মৃতি, হয়ত দেখতে গেলাম, কেরকম ছিল, বাংলাদেশটা কেরকম ছিল, খুব ইচ্ছা আমার একটা, মানে খুব যাবো, আমার বাবার স্মৃতিটা দেখব, আমার ঠাকুরদাদার স্মৃতিটা দেখব, নেই তো আর কিছুই, কিছুই তো নেই ওখানটায়, তাও একটু দেখতে যাইতাম... বাংলাদেশটা কেরকম, দেশটা কেরকম, আমাদের এরকমই? নাকি একটু অন্যরকম কিছু? তাই একটু দেখতে যাইতাম, কিন্তু দেখতে আর যাওয়া হইল না, কি করে আর যামু, আর তো কেউ তো নাই, যে আর যামু বাংলাদেশে, তবে যাইতে গেলে পরে সেরকম লোকজন নিয়া তবে তো যাইতে লাগব, একা একা তো যাইতে পারব না কোনোদিনও, হয়ত কেউ সেরকম পরিচিত লোক, সেরকম লোক পামু তারপরে তো যামু আমি বাংলাদেশে, তাছাড়া একা একা হঠাৎ তো চলে যাইতে পারুম না, কত কিছু করতে লাগব, ভিসা-মিসা কী কী করতে লাগে।

নন্দিনী - আচ্ছা মানে তোমার এটা, এই যে ধর ভারত, আর এখন ধর যেটা বাংলাদেশ, সেটা তুমি বলছ তোমার বাবারই দেশ ছিল, ঠাকুরদার দেশ ছিল স্মৃতি ওখানে রয়েছে, তো তোমার কি মনে হয় এই যে একটা হঠাৎ করে একটা ভাগ হয়ে গেছে, মাঝখান দিয়ে, মাঝখান দিয়ে একটা কাঁটাতার চলে গেছে ২টো দেশের মধ্যে, তারপর এই যে তুমি বলছ ভিসা-টিসা করতে হবে, মানে তোমার কি মনে হয় যে, এই ব্যাপারটা নিয়ে পুরোটা কি মনে হয়, এই যে একটা ভাগ, মানে সেই ভাগটা কে তোমার কিরকম ভাবে তুমি দেখ আর কি?

রাজলক্ষ্মী - আমি ধর ওইখান থেকে, আর তো থাকতে পারল না তো ওখানে, ওইখানে যদি থাকত পারত, বাংলাদেশে যদি থাকতে পারত, তাহলে তো আমরা বাংলাদেশেই থাকতাম সব, বাবা ওইখানটায়, যাই হোক ওইখানটাই, ওইখানটাই আমরা থাকতাম, কিন্তু রায়টের রায়টটা লাগলে পরে তো এখানে চইলা আইল। তবে... ওইটা দেখলে পরে তাহলে বুঝতে পারুম যে কোনটা কেরকম লাগে, আমাদের বাংলাদেশটা ভাল লাগে? নাকি আমার কলকাতাটা ভাল লাগে? তবে এইটাতে আছি, জন্মস্থান এইটাই, ভারত আমাদের জন্মস্থান, এইটাতে আছি, এইটাই আমাদের ভালো, এইটাই আমাদের ভাল বলতে হবে, কিন্তু বাংলাদেশে তো আমি কিছু জানিনা, কাজেই বাংলাদেশটা এখন কমু কিকরে যে বাংলাদেশটা আমার ভালো? তা তো কইতে পারতাসি না, গিয়ে দেখলে পরে বুঝতে পারতাম আমার বাবার স্মৃতিটা সুন্দর না ভালো? এইখানে ভারতে আছি, ভারতটাই আমার এখন ঠিক আছে, আমার ভালো, এখানে আছি যখন এইটাই আমার ভালো, এইটাতে করে খেটে খাচ্ছি, এইটাতে আমি সব কিছু খাটনি করছি পরিশ্রম করছি, সব কিছু করছি, এইটাই এখন আমার ভাল লাগছে, ভাল লাগছে এইখানটায়, ভাল লাগছে এখানটায়।

নন্দিনী - আর তোমার বাড়ি কোনটা, ধর তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে তোমার দেশ কোথায় তাহলে তুমি কি বলবে?

রাজলক্ষ্মী - আমি তো কলকাতাই বলব।

নন্দিনী - আচ্ছা আচ্ছা আর বাংলাদেশ ...

রাজলক্ষ্মী - বাংলাদেশ তো আমার তো ওইখানে জন্ম না, ওই যে, আমার তো জন্মই তো কলকাতায়, তা কলকাতায় জন্ম, আমি কলকাতার যেখানে জন্মস্থান সেখানে তো বলতে হবে, যদি বাংলাদেশে জন্ম থাকত তাহলে কইতাম বাংলাদেশে জন্ম আমার। কিন্তু আমার এইখানে জন্ম, কলকাতায় আমার জন্ম, কলকাতাই আমার কইতে লাগব, যে কলকাতাই আমার জন্ম।

নন্দিনী - আচ্ছা এবার ধর এই যে তুমি ছোটোবেলা থেকে বাংলাদেশের গল্পগুলো সব শুনেছ, ধর তোমার থেকে ছোট যারা, ধর এই যে ধর তোমার বোনের ছেলে-মেয়ে, তুমি কি তাদের কাছে গল্প কর এই গল্পগুলো?

রাজলক্ষ্মী - না ওদের কাছে ওতোটা গল্প করিনা, কেন করিনা, আমার টাইমও হয়না, যে ওদের কাছে যে গল্পটা করুম, একটা টাইম চাই তো? সেই টাইমও আমি দিতে পারিনা। ছোট থেকে বাবা চলে গেল, বাবা মরে গেল, তখন আমার বয়স কত? আমারও তখন বয়স ১২ বছর, আমার বাবা ওইখান থেকে, বাংলাদেশ থেকে আইসিল ১২ বছর বয়সে, কিন্তু আমার বাবা যখন চইলা গেল তখন আমার বয়স ছিল ১২ বছর, ছোট ছোট বোনরা সব, ভাই, বোনরা সব, ২ বছর করে ছোট বড়, সব বোনরা, ভাইরা আমার সব ২ বছর করে ছোট বড়, ওই বাবা যখন, আমার বাবা যখন চইলা গেল, তখন আমার বয়স ছিল ১২ বছর, ওই ১২ বছর বয়স থিকা, ওই ভাবে যুদ্ধ করতে করতে চলসি, বাবা চইলা গেল, বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে সংসার চলবে কিকরে? আমি আর আমার ভাই ২জনে মিলে কাজ কর্ম করতাম, এই দোকান করতাম, তখন আমি দোকানে আইতাম, ভাই, আমাদের একটা হাট ছিল, ওই যে বললাম যে হাট ছিল, ওইখানে আমার ভাই যাইত, দুজনে মিল্যা পরিশ্রম

করতাম, সংসার ওই ডাল আনতে নুন ফুরায়, তখন ওই ভাবে কষ্ট সৃষ্ট করে দুটো ডাল ভাত খেয়েছে ওইভাবে, চলেছে।

নন্দিনী - এবার ধর তুমি যদি আজকে সময় পাও, তালে কি ওই গল্পগুলো ওদেরকে বলবে? তোমার থেকে ছোট যারা তাদেরকে ?

রাজলক্ষ্মী - ওরা কি আর বাংলাদেশের গল্প শুনবে? শুনব কি বল? মনে হয় না শুনব ওরা... এখন যদি কই যে আমাদের দাদু, তোদের দাদু কেমন ছিল রে? হ্যাঁ ওরা তো দাদুরে দেখে নাই, মানে আমার বাবাকে তো দেখে নাই, সে হিসাবে তো দাদু হইব তো... সেসব তো কিছু ইশে করতে পারব না। তো দিদার কাছে শুনত "দাদু তোর ভাল ছিল, দাদু তোর এই মাসিরা কিন্তু কোনোদিন কষ্ট, মানে দাদু থাকতে কিন্তু কোনোদিন কষ্ট পায় নাই, কষ্ট কইরা খাইতে হইসে বা কিছু তা না, কিন্তু তোর দাদু চইলা যাওয়ার পর থেকে কিন্তু কষ্ট করে খাইতে হইসে, কিন্তু আমার ছেলে-মেয়ে যেভাবে কষ্ট কইরা মানুষ হইসে, তোদের কিন্তু সেভাবে কিন্তু নাতি-নাতনী"... আমার মা বলে "সেভাবে কিন্তু কষ্ট করে কিন্তু মানুষ করি নাই আমরা, কিন্তু আমার ছেলে মেয়েরা কষ্ট করসে, তোর দাদু চলে যাওয়ার পর থেকে অনেক কষ্ট করসে, কিন্তু তোদের কিন্তু সেই কষ্টটা কিন্তু আমরা দিই নাই, তোরা যখন যেটা চাইসস, তখন সেইটাই তোদের দিসি আমরা, ৫০০০ টাকা দামের জিনিস চাইসস, হয়ত সেরকম সামর্থ্য নাই, কিন্তু ২০০০ টাকা দামের জিনিস দিসি, দিসি তো, কিন্তু আমার ছেলে মেয়ে ওতো দামের জামা কাপড় পরে নাই, এই কইত সবসময়...

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved